সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর কতিপয় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. দুর্ঘটনা কবলিত মোটরযানের ক্ষতি সাধন এবং দুর্ঘটনা কবলিত গাড়ির চালক, কন্ডাক্টার ও যাত্রীর প্রতি আক্রমণাত্মক আচরণ বা জনশৃঙ্খলা পরিপন্থি কাজের জন্য দন্ডের বিধান রাখা হয়েছে। [ধারা- ১১৯]

২. মোটরযান হতে উদ্ভূত দুর্ঘটনার ফলে কোনো ব্যক্তি আঘাতপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে, উক্ত ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা, ক্ষেত্রমত, তার উত্তরাধিকারীগণের পক্ষে মনোনীত ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা বা প্রযোজ্যক্ষেত্রে চিকিৎসার খরচ প্রদানের জন্য ট্রাস্টি বোর্ড ও আর্থিক সহায়তা তহবিল গঠনের সুযোগ রাখা হয়েছে। [ধারা- ৫২] এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িচালক, হেলপার, কন্ডাক্টার, সুপারভাইজার, যাত্রী এবং পথচারীরও আর্থিক সহায়তা নেয়ার সুযোগ রয়েছে।

৩. মহাসড়কের মালিকানাধীন জায়গায় বা ক্ষেত্রমতে, মহাসড়কের ঢাল (Slope) হতে উভয়পার্শ্বে ১০(দশ) মিটারের মধ্যে অবৈধভাবে নির্মিত স্থায়ী বা অস্থায়ী স্থাপনা পুলিশ বা কর্তৃপক্ষ বা সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক তাৎক্ষণিকভাবে অপসারণের বিধান রাখা হয়েছে। [ধারা- ৩৭]

৪. মোটরযানের ফিটনেস সার্টিফিকেট বিআরটিএ'র যে কোনো সার্কেল অফিস হতে নবায়ন করার সুযোগ রাখা হয়েছে। [ধারা- ১২৪]

৫. সরকারি কর্মচারীর দায়িত্ব অবহেলার কারণে কোনো দুর্ঘটনা সংঘটিত হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে। [ধারা- ৫০(১)]

৬. বিশেষ শারীরিক সামর্থ্য যাচাইয়ের মাধ্যমে উপযুক্ত মনে করলে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধীবান্ধব মোটরযান চালাবার ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের সুযোগ রাখা হয়েছে। [ধারা- ৭]

৭. সড়কের ডিজাইন বা নির্মাণ বা রক্ষণাবেক্ষণজনিত ত্রুটির কারণে সংঘটিত দুর্ঘটনার জন্য নির্মাণকারী বা তদারককারী সংস্থা বা ব্যক্তির উপর একক বা যৌথভাবে বর্তাবে এবং এর জন্য দায়ী করে প্রচলিত আইনে ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে। [ধারা- ৫০(২)]

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)